মানবিক সংকটে পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানি দিয়ে শরণার্থীদের সহায়তা করা

জন্য সঙ্কটকালীন পরিস্থিতিতে রান্নার জ্বালানি খুব কমই সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশের ককসবাজারে ৯২% রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় জনগণ রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের ওপর নির্ভরশীল, যার ফলে ব্যাপক বনভূমি ধ্বংস, ভূমিধসের ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং ঘরের ভেতরে বায়ুদূষণের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। যদিও অন্যান্য দেশে পরিস্কার রান্নার জ্বালানির উপকারিতা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে, শরণার্থী জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে এমন গবেষণা খুবই সীমিত পরিসরে হয়েছে।এই প্রেক্ষাপটে, Safe Access to Fuel and Energy Plus (SAFE+) কমসূচি এবং পৃথকভাবে UNHCR- একটি কমসূচির মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের মাঝে তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG) বিতরণ করা হয়। তারা তহবিল সংকটে পড়ে, শরণার্থীরা যেন রান্নার জ্বালানি সহজে ব্যবহার করতে পারে, সে বিষয়ে নীতিনির্ধারণে প্রমাণভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে ককসবাজারসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও। থেকে

২০২২ সালের মধ্যে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালিফোর্নিয়ার ইউনিভার্সিটি অব বার্কলে, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়াল ডিজিজ রিসার্চ, বাংলাদেশ (icddr,b); ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (IOM); ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশন ফর রিফিউজিস (UNHCR) যৌথভাবে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এ গবেষণায় ১, পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে চুলার ব্যবহার, বায়ুর মান এবং জ্বালানি সংক্রান্ত সহিংসতা পর্যালোচনা করা হয়। গবেষণার ফলে প্রোগ্রাম আরও উন্নত হয়েছে এবং এলপিজি বিতরণ কার্বন ক্রেডিট থেকে অর্থ পাওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। গবেষণা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এবং ভবিষ্যতের মানবিক শক্তি সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণে দিকনির্দেশনা দিচ্ছে।

টাইটেল: জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক এবং বাংলাদেশে স্থানীয় নাগরিকদের ব্যবহৃত পরিষ্কার জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় জ্বালানি কাঠের মানবিক ও পরিবেশগত স্বাস্থ্যগত খরচ এবং সুবিধা

স্থান: বাংলাদেশ

স্টাডির ধরণ: মিশ্র-পদ্ধতি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষনা

প্রভাব

- কক্সবাজারে সঠিক প্রোগ্রাম ডিজাইনের ফলাফল
- কার্বন ক্রেডিট অর্থায়নের উপর অবহিত নীতিগত কথোপকথন
- বিশ্বব্যাপী আগ্রহ সৃস্টি করেছে, ভবিষ্যতে মানবিক জ্বালানি নীতি গঠনে সাহায্য করতে পারে।

শ্রোতা

- মূল স্টেকহোল্ডারদের সাথে ধারাবাহিক ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা
- সংক্ষিপ্ত, আকর্ষণীয় মাল্টিমিডিয়া যোগাযোগ উপকরণ লক্ষ্য দর্শকদের জন্য উপযুক্ত

পটভূমি

আশ্রয় ও খাদ্যের মতো সঙ্কটকালীন সময়ে মানবিক সংস্থাগুলো সাধারণত শরণার্থীদের জন্য রান্নার জ্বালানি সরবরাহ করে না। বাংলাদেশে, বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবির অবস্থিত ককসবাজারে। রোহিঙ্গা শরণার্থীর ৯২% রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে গুরুতর পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব দেখা দিচ্ছে, যেমন—ব্যাপক বন উজাড়, ভূমিধসের ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং ঘরের ভেতরে বায়ুদূষণের কারণে শ্বাসতন্ত্রের রোগ বৃদ্ধি। এছাড়াও শরণার্থীরা তাদের আয়ের একটি বড় অংশ জ্বালানি ক্রয়ে ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে।

গুয়াতেমালা, পেরু, ভারত ও রুয়ান্ডায় পরিচালিত পূর্ববর্তী কিছু গবেষণায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে রান্নার জ্বালানি সরবরাহের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তবে এসব গবেষণার কোনোটিই বিশেষভাবে শরণার্থী জনগোষ্ঠীর ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল না কিংবা সামাজিক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত সুফলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল না। কিছু প্রমাণ ইঙ্গিত দেয় যে এলপিজি সরবরাহ করলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উন্নতি হতে পারে, তবে বিদ্যমান গবেষণাগুলো ছিল পুরোনো এবং সীমিত পরিসরের।

SAFE+ কর্মসূচি, যা আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) দ্বারা বাস্তবায়িত, বাংলাদেশে শরণার্থীদের মাঝে এলপিজি সরবরাহ করছে। তবে কর্মসূচিটি ভালোভাবে দেখাশুনা এবং অর্থায়ন ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছিল।

স্টাডি

এই মিশ্র-পদ্ধতির পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের রান্নার জন্য এলপিজি সরবরাহের প্রভাব এবং তার ফলে কাঠের ব্যবহার কমানোর প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে। গবেষণায় স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, পরিবারিক অর্থনীতি, নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা, পরিবেশগত চাপ এবং দুর্যোগের ঝুঁকির ওপর এর প্রভাব পরীক্ষা করা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য ছিল নীতিনির্ধারণের জন্য প্রমাণ তৈরি কর যা বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ সংকটের ক্ষেত্রে এলপিজি অর্থায়নের পক্ষে সুপারিশ করতে সাহায্য করবে এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানি বিতরণ বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। গবেষণার আগে, বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ সংস্থা ও এনজিওগুলোর সহযোগিতায়, SAFE+ প্রোগ্রাম এবং আলাদা UNHCR এলপিজি প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১,৯৫,০০০টি শরণার্থী পরিবারের প্রতিটি পরিবারকে একটি এলপিজি চুলা, একটি সিলিন্ডার এবং নিয়মিত রিফিল (পরিবারের আকার অনুযায়ী মাসে প্রায় একবার) সরবরাহ শুরু করেছিল।

৬০০টি পরিবারকে নিয়ে কাজ করা হয়েছিল যারা ১২ মাস ধরে এলপিজি ব্যবহার করছিল (তুলনামূলক গ্রুপ) এবং ৬০০টি পরিবার যারা এখনও এলপিজি ব্যবহার শুরু করেনি কিন্তু শীঘ্রই পাবে (হস্তক্ষেপ গ্রুপ)। এদের মধ্যে, তুলনামূলক গ্রুপের ৪৩৭ এবং হস্তক্ষেপ গ্রুপের ৪৯৪ জন যারা গবেষনার শুরুতে ,গবেষনার মাঝে এবং গবেষনার শেষে এভাবে তিনবার সার্ভে রাউন্ডে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেছে,তাদের ফলাফলে অন্তর্ভুকত করা হয়েছে। চুলা ব্যবহার এবং বায়ুর মান ২০২টি পরিবারে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও, রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎকার নিয়ে রান্নার জ্বালানি সংগ্রহ ও ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত গৃহস্থালী এবং গোষ্ঠীগত হয়রানি ও সহিংসতার অভিজ্ঞতা জানা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল মূল জরিপের পর ০, ১২ এবং ২২ মাসে

লক্ষ্য ছিল ককসবাজারে SAFE+ প্রোগ্রাম এবং এলপিজি বিতরণ মূল্যায়নের মাধ্যমে মানবিক পরিস্থিতিতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি উদ্যোগ বাড়ানোর জন্য কার্যকর পরামর্শ দেওয়া।

ফলাফল

এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের রান্নার জন্য এলপিজি সরবরাহ করলে তাদের কাঠের উপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে। তারা প্রতিদিন গড়ে ৪.৩ কেজি জ্বালানি কাঠের পরিবর্তে মাত্র ০.৩৪ কেজি এলপিজি ব্যবহার করা হয়েছে। SAFE+ প্রোগ্রাম এবং UNHCR-এর এলপিজি উদ্যোগের তিন বছরের সময়কালে এলপিজি বিতরণের মাধ্যমে আনুমানিক ৩,৩০,৬০০ টন জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। জ্বালানি কাঠের ব্যবহার রোধের পাশাপাশি প্রায় ৪,০৭,০০০ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) নির্গমন কমানো সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও এটি বন্ধ করেছে জ্বালানির জন্য প্লাস্টিক পোড়ানো, যা আগে প্রায় ৪০% পরিবারে প্রচলিত ছিল। বাতাসের মান উন্নতির ফলে পাঁচ বছরের মধ্যে আনুমানিক ২,৩০৯ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ৩৮৫ জন শিশুর অকাল মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

এলপিজি ব্যবহারকারী পরিবারগুলোতে খাদ্যের উপর ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিষণ্নতার ঝুঁকি কমেছে। মহিলা পরিচর্যাকারীদের মধ্যে বিষণ্নতার ঝুঁকি কমেছে, পাশাপাশি গৃহস্থালী এবং নিজেদের মধে সহিংসতা কমেছে। এই ফলাফলগুলো বোঝা যায় যে দীর্ঘমেয়াদী এলপিজি সরবরাহ খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার জন্য একটি ব্যয়-কার্যকর কৌশল হতে পারে। এটি শরণার্থীদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা উন্নত করতে পারে, একই সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ করে। এটি স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখতে সাহায্য করে এবং বিশ্বে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক।

তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস বিতরণের আগে একটি রোহিঙ্গা ছেলে জ্বালানি কাঠ নিয়ে বন থেকে বাড়ি ফিরছে। ক্রেডিট: Laura H Kwong

যোগাযোগ এবং সম্পৃকততা

এই গবেষণাটি এলপিজির বহুমুখী সুফল তুলে ধরে নীতিনির্ধারণে পরিবর্তন আনতে । এটি জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর বাইরে থেকে পরিচালিত হওয়ায় গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা আরও বেড়েছে, যা সব পক্ষের জন্য নিরপেক্ষ তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করেছে। এই অবস্থান অংশীদারদের সমর্থন পেতে সাহায্য করেছে এবং দাতাদের দেখিয়েছে যে তাদের অর্থায়ন কীভাবে শরণার্থীদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলতে পারে।

একটি সক্রিয় প্রচার কৌশলের মাধ্যমে গবেষণার ফলাফলকে কার্যকরভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে নীতিগত প্রভাব এবং মানবিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শুরু থেকেই দাতা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং মানবিক কর্মীদের প্রাথমিকভাবে যুক্ত করা আগ্রহ বজায় রাখতে এবং আস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। কলাস্টার মিটিং, একান্ত আলোচনাসভা এবং কর্মশালার মাধ্যমে নিয়মিত আপডেট দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট সবাই অবহিত ছিলেন। এই পদ্ধতি দাতাদের গবেষণার ফলাফলের প্রতি আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে এবং দূতাবাস ও বেসরকারি খাতের অংশীদারদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছে—যাদের মধ্যে অনেকেই এখন SAFE+2 (SAFE+ প্রোগ্রামের পরবর্তী ধাপ)এর দাতা।

বৈশ্বিক পর্যায়ে, গবেষণা দলটি অনলাইন আন্তর্জাতিক ইভেন্টগুলোতে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেছে যাতে আরও বড় পরিসরে প্রচার করা যায়। IOM ও UNHCR সহ প্রধান অংশীদাররা তাদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গবেষণার প্রসার বাড়াতে সহায়তা করেছে। যদিও বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রভাব এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে, সক্রিয় নেটওয়ার্কিং ও সম্পৃকততা শক্তিশালী সমর্থন নিশ্চিত করেছে। গবেষণা দলটি একটি “Dissemination Opportunity Tracker” ব্যবহার করেছে যেখানে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগের রেকর্ড রাখা হয় এবং ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ যেমন কার্বন ক্রেডিট অর্থায়ন নিয়ে আলোচনা

চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।গবেষণার প্রভাব সর্বাধিক করতে দলটি সহজবোধ্য উপকরণ তৈরি করেছে, যেমন একটি “Policy Brief” এবং একটি বহু-ভাষার সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্যচিত্র। পলিসি ব্রিফটি মূল ফলাফলগুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছে, যাতে নীতিনির্ধারকরা সহজে বুঝতে পারেন। প্রামাণ্যচিত্রটি পাঁচটি ভাষায় তৈরি করা হয়েছে, যেখানে গল্পের মাধ্যমে এলপিজির সুফল ও স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এটি ৩০০–৪০০ বার দেখা হয়েছে এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র প্রতিযোগিতায় সম্মানজনক স্বীকৃতি পেয়েছে, যা গবেষণার প্রচার ও প্রভাব বাড়াতে সাহায্য করেছে।

“আমি শুরু থেকেই এই নীতিটি প্রাসঙ্গিক করার ব্যাপারে খুব ইচ্ছুক ছিলাম এবং আমি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম যে ফলাফলগুলি এটি নিয়ে আগ্রহী এমন কারও জন্য কার্যকর হবে।” – Dr Kwong, co-principal investigator”

গ্রহণ এবং প্রভাব

এই গবেষণাটি ককসবাজারে মানবিক সংস্থাগুলোর পাশাপাশি বৈশ্বিক পর্যায়ে সংকট পরিস্থিতিতে জ্বালানি ও পরিবেশ বিষয়ক কাজ করা সংস্থাগুলোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছে। গবেষণার ফলাফল শুধু জ্বালানি ব্যবহার, ঘরের বায়ু দূষণ ও বন উজাড় নিয়েই নয়, বরং খাদ্য নিরাপত্তা, শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত কমানো এবং পারিবারিক সহিংসতা হ্রাসের দিকেও আলোকপাত করেছে। গবেষণাটি প্রথমবারের মতো পারিবারিক সহিংসতা, সামাজিক সম্প্রীতি এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নতুন তথ্য তুলে ধরেছে, যা নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিতে ভূমিকা রেখেছে—যেমন নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা বিতরণ লাইন এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য বাড়িতে গিয়ে এলপিজি সরবরাহের ব্যবস্থা

এই গবেষণা ভবিষ্যৎ কর্মসূচির জন্য ভিত্তি সূচক (baseline indicators) এবং লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করেছে, যা পরে SAFE2+ রিপোর্টিং এবং দাতা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলাফলগুলো দাতাদের দেখিয়েছে যে সংকটকালে রান্নার জ্বালানির জন্য তাদের সহায়তা বহু খাতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেহেতু এলপিজি বিতরণ খুব ব্যয়বহুল এবং সংকট ও দাতা অগ্রাধিকারের পরিবর্তন ঘটছে, এই গবেষণা SAFE2+ প্রোগ্রামে দাতাদের সমর্থন বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে—বিশেষ করে কানাডা, সুইডেন ও নরওয়ের দাতাদের কাছ থেকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে। গবেষণার ফলাফলের কারণে প্রায় ১০ লাখ মানুষ SAFE2+ প্রোগ্রামের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। ভবিষ্যতে SAFE প্রোগ্রামগুলোর টেকসই অর্থায়নের জন্য কার্বন ক্রেডিট ব্যবস্থার সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা হচ্ছে, যেখানে এই গবেষণার প্রমাণ নীতিনির্ধারকদের চলমান আলোচনায় সহায়তা দিচ্ছে।

এছাড়াও, এই গবেষণা জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা (যেমন UNHCR, IOM, USAID) এবং অন্যান্য বৈশ্বিক সিদ্ধান্তনির্মাতাদের আগ্রহ আকর্ষণ করেছে, যারা মানবিক জ্বালানি উদ্যোগের জন্য নতুন অর্থায়ন পদ্ধতি খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

[কার্বন ক্রেডিট] আসলে কীভাবে কাজ করে তা খুব বেশি বোঝাপড়া ছিল না [...] [গবেষণাটি] আসলে কেবল LPG-এর উপর সাধারণ গবেষণা থেকে শুরু করে অন্যান্য তহবিল পদ্ধতি কী হবে এবং কী করা সম্ভব হবে এবং কীভাবে করা যাবে তা নিয়ে আলোচনায় বিস্তৃত হয়েছে।" – SAFE2+ স্টেকহোল্ডার

শেখা লেসন

মূল স্টেকহোল্ডারদের সাথে ধারাবাহিক ব্যক্তিগত সম্পৃকততা

গবেষণা দলটি প্রকল্পের পুরো সময়জুড়ে নিয়মিতভাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং মানবিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তারা বিভিন্ন টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ, কলাস্টার এবং একান্ত বৈঠকের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের আপডেট দিয়েছে এবং সম্পর্ক বজায় রেখেছে (বিশেষ করে যখন কর্মীদের পরিবর্তন ঘটেছে)। এতে দলটি গবেষণার উদ্দেশ্য, কায়ক্রম ও ফলাফল সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছে। এর ফলে নীতিনির্ধারকদের জন্য যোগাযোগ আরও কায়কর হয়েছে এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও অগ্রাধিকার বিষয়গুলো অনুযায়ী বার্তা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয় তথ্যবহুল উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে যাতে লক্ষ্য শ্রোতারা সহজে বুঝতে পারেন।

অংশীদার

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়াল ডিজিজ রিসার্চ, বাংলাদেশ (ICDDR,B); ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (IOM); স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি; ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশন ফর রিফিউজিস (UNHCR)

ELRHA সম্পর্কে

Elrha একটি বৈশ্বিক সংস্থা যা গবেষণা এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে জটিল মানবিক সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করে। এই স্টাডিটিতে Elrha-এর রিসার্চ ফর হেলথ ইন হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস (R2HC) প্রোগ্রাম অর্থায়ন করেছে যার লক্ষ্য মানবিক সংকটে জনস্বাস্থ্য হস্তক্ষেপের প্রমাণ ভিত্তি শক্তিশালী করে স্বাস্থ্য ফলাফল উন্নত করা।

R2HC-কে অর্থায়ন করে UK ফরেন কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (FCDO), ওয়েলকাম, এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ রিসার্চ (NIHR)-এর ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এন্ড সোশ্যাল কেয়ার (DHSC)।

R2HC একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিস্তারিত কেস স্টাডি ধারণ করে যা গ্রহণ এবং প্রভাবের প্রমাণকে ট্রায়াঙগুলেট করে এবং যাচাই করে। এই সংক্ষেপিত কেস স্টাডির কেস স্টাডি পদধতি এবং পূর্ণ সংস্করণ অনুরোধের ভিত্তিতে পাওয়া যাবে।

r2hc Research for health in humanitarian crises | elrha

www.elrha.org

@Elrha

www.linkedin.com/company/elrha/